যুগান্তর

APR. 27 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১-৬ ...

দৃষ্টি দেবেন কি?

আমরা কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। স্কুলজীবন পেরিয়ে এক বুক আশা নিয়ে কলেজে এসেছি ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য। কিন্তু এই কলেজে ভর্তির পর থেকেই আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। কিশোরগঞ্জ শহরের একমাত্র সরকারি মহিলা কলেজ হওয়া সত্ত্বেও এই কলেজের বিষয় সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত (মানবিক শাখায় ৫টি, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৪টি করে) হওয়ায় ছাত্রীরা পছন্দনীয় বিষয় নির্বাচন করতে পারছে না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষক নেই। ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় একজন শিক্ষক তিনটি বিষয় পড়াচ্ছেন, যা ছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছ বিস্ময়ের ব্যাপার। এছাড়া বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাস তো একেবারে বন্ধই বলা চলে। শিক্ষক না থাকায় এ বিভাগের ছাত্রীরা অগত্যা অন্য কলেজের শিক্ষকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীরা এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও কোন ফল পায়নি। বাংলা, ইংরেজি, সমাজকল্যাণ, পৌরনীতি, ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে একজন করে শিক্ষক থাকায় প্রায় সময়ই ক্লাস হচ্ছে না। তাছাড়া কয়েকজন শিক্ষক ছাড়া বাকি কোন শিক্ষকই শিক্ষকসুলভ নন। বাংলার স্যার উচ্চমার্গের পড়া পড়ান যা সাধারণ ছাত্রীদের বোধগম্য নয় ফলে অনেক ছাত্রীই ক্লাস করে না। কলেজে দুপুর ১টার পর আর কোন ক্লাস হয় না। তাছাড়া এই কলেজে কোন ক্যান্টিন নেই, কমনরূপ নেই, হোস্টেলের অবস্থাও শোচনীয়। কলেজের লাইব্রেরিও সমৃদ্ধ নয়। তাই আমরা এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক